তারাশংকরের উপন্যাসে রাঢ়ের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন : আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ ও তারাশংকরের সাফল্য —— একটি মূল্যায়ন ।

প্রস্তাবনা —— তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ – ১৯৭১) গল্প, গীতিকবিতা, নাটক প্রবন্ধাদি রচনা করলেও প্রধানত একজন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত ঔপন্যাসিকরূপেই বিখ্যাত । তাঁর চল্লিশ বছরের সাহিত্যজীবনে রচিত গল্প-গ্রন্থ ও উপন্যাসের সংখ্যা যথাক্রমে অন্যূন পঁয়তাল্লিশ ও চৌষট্টি ।

কথাসাহিত্যিকের প্রধান সম্পদ অভিজ্ঞতা । কিন্তু দেখা যায় লেখকমাত্রেই তাঁর অভিজ্ঞতাভাণ্ডারের একটি বিশেষ অংশের দ্বারা প্রবলভাবে অনুপ্রেরিত হয়ে থাকেন । যেমন স্যর ওয়াল্টার স্কট আগ্রহী ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অতীত জীবন সম্পর্কে, টমাস হার্ডি ছিলেন ডরসেটশায়ার (তাঁর ওয়েসেক্স্) এলাকার গ্রাম্য জীবন ও প্রকৃতির প্রতি। তাঁদের ঐ নিজস্ব বাসভূমি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বিশেষ প্রবণতা তাঁদের সাহিত্যের উপাদান ও ভাববস্তু নির্বাচনকে বহু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে । ঐ প্রিয় পটভূমিতে তাঁরা যেমন স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা দেখিয়েছেন অপরাপর ক্ষেত্রে তেমন নয় ।

তারাশংকরের সাহিত্যে বহুবিধ চরিত্র ও ঘটনা চিত্রিত হলেও রাঢ়ভূমির বর্ণবহুল জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর পক্ষপাত দেখা যায় । লাভপুর গ্রাম ও বীরভূম জেলার প্রতি তাঁর জন্মসূত্রে উৎসিক্ত মমতা ও কৌতূহল, কৈশোর ও যৌবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতিভার নিজস্ব গণ্ডীটি (range) রচনা করে দিয়েছে । তাই দেখি, 'ধাত্রীদেবতা,' 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'সন্দীপণ পাঠশালা,' 'তামস তপস্যা', 'পদচিহ্ন', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা,' 'নাগিনী কন্যার কাহিনী,' 'কালান্তর', 'রাধা,' 'স্বর্ণমর্ত,' 'পুরুদক্ষিণা,' 'জনপদ' প্রভৃতি উপন্যাসে ও বহু গল্পে তিনি রাঢ়ের জীবন-লীলার ছন্দকে ধরতে চেয়েছেন । এখানকার ভূপ্রকৃতি, পরিবেশ ও সামাজিক ঐতিহ্যগত কিছু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লেখকের লক্ষ্য নির্ধারণে ও রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে । রাঢ়ের রসরূপরচনায় তাঁর আগ্রহের ফলে অনেক উপন্যাস ও গল্পের কাহিনী একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় গ্রথিত, চরিত্রগুলিও প্রায়শই স্থান, কাল, জাতি, গোষ্ঠী, পেশা ও

সাংস্কৃতিক পরিচয়ে চিহ্নিত — দেশকালাতীত বিশ্বমানবের প্রতিভূ মাত্র নয় ।

দু একজন লেখকের রচনার সঙ্গে তুলনা ক'রে তারাশংকরের উদ্দেশ্য ও সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি । শরৎ-সাহিত্যে লেখকের অভিজ্ঞতার বাস্তব পরিমন্ডল অনেক ক্ষেত্রে ছায়া ফেলেছে কিন্তু তা কাহিনী ও চরিত্রকে একান্তভাবে প্রভাবিত করেনি । 'গৃহদাহে' ডিহিরি , 'শেষ প্রশ্নে' আগ্রা , 'শ্রীকান্তে' পাটনা কিছুটা স্থানিক বর্ণসঞ্চার করেছে মাত্র । বরং বর্মা ও রেঙ্গুন তাঁর 'শ্রীকান্ত' 'পথের দাবী' 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিছুটা গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত । ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাতিবিচারহীন বিদেশী পরিবেশে তাঁর বাঙালী পাত্রপাত্রী ঘনিষ্ঠতার কিছু অধিক সুযোগ পেয়েছে ; বর্মী মেয়ের স্বাধীন বিচরণ বাঙালী মেয়েকে আত্মসচেতন করেছে , আবার কখনও পুরুষের লোভ ও প্রতারণার কারণ হয়েছে । কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর চরিত্রগুলি মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের অংশ , কোন সুদূরপ্রসারী আঞ্চলিক প্রভাব দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না । এমনকি 'পল্লীসমাজে'র কুঁয়াপুর গ্রামকেও বাংলার কোন বিশেষ অংশে নির্দেশ করা যায় না , সেকালের গ্রামবাংলার যে কোন সমাজ এতে মিলে যায় । কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' এ পূর্ণিয়ার এক অরণ্যের বহুবর্ণময় প্রকৃতি ও তৎঘনিষ্ঠ মানুষের কথা এক রহস্যময়, অচেনা পরিবেশের ছোঁয়ায় পাঠকমনকে বিস্ময়মুগ্ধ করে । সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ জিরানিয়া শহরের উপকন্ঠ ও কোশী-শিলিগুড়ি রোডকে কেন্দ্র করে বিহারের একটি পল্লীর জীবনচিত্র পাঠকচিত্তে মুদ্রিত হয় । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা' ও 'লালমাটি' উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । তবু , এইসব লেখকেরা কেউ তাঁর সাহিত্যের উপাদান অন্বেষণে কোন একটি স্থানের আকর্ষণ দীর্ঘকাল অনুভব করেন নি । অধিকন্তু , পৃথক পটভূমি ও বিষয় অবলম্বনে উপন্যাস রচনায় এঁরা সমান বা বেশি আগ্রহ ও সাফল্য দেখিয়েছেন ; 'পথের পাঁচালী', 'জাগরী' ও 'উপনিবেশ' তার প্রমাণ ।

কিন্তু টমাস হার্ডি, আর্নল্ড বেনেট বা উইলিয়াম ফকনারের মত তারাশংকর একটি অঞ্চলের বিভিন্ন দিক সাহিত্যে অংকন করতে বহুকাল সানন্দ পরিশ্রম করেছেন । রাঢ়ের জনজীবনে তিনি ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত ব্যক্তি ও সমাজের জটিলতা

ও রূপবৈচিত্র্য দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন । তাঁর মনটিও ছিল পল্লীমুখী । ফলে, পরবর্তী কালে নাগরিক পরিবেশ ও বিষয় সাহিত্যে গ্রহণ করলেও রাঢ় সর্বদাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে । 'আরোগ্য নিকেতনে'র মত মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সুরে বাঁধা রচনাতেও ঘটনাস্থল তাঁর প্রিয় লালমাটির বীরভূমের দেবীপুর — নবগ্রাম (লাভপুর) অঞ্চল । রাঢ়ভিত্তিক গল্প - উপন্যাসগুলির অধিকাংশ সাহিত্যগুণে সমধিক সমৃদ্ধ । সেগুলির তুলনায় অপরাপর বিষয়ে রচিত উপন্যাস , দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদে (যেমন, বিচারক, সপ্তপদী, মঞ্জরী অপেরা, শঙ্করবাঈ) , প্রায়ই আড়ষ্ট , নিরস , শিথিল নিষ্প্রভ ও ব্যর্থ ।

এসব লক্ষণ বিবেচনা করে তারাশংকরকে একজন আঞ্চলিক উপন্যাসিক বলে অভিহিত করা চলে ।

হরপ্রসাদ মিত্রের 'তারাশংকর', নিতাই বসুর 'তারাশংকরের শিল্পিমানস', মুক্তি চৌধুরীর 'উপন্যাসিক তারাশংকর', শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সোনার মলাট তারাশংকর' ও উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'তারাশংকর : দেশ কাল সাহিত্য' গ্রন্থগুলিতে তারাশংকরের সাহিত্যের বিশ্লেষণ আছে । নিতাই বসু , মুক্তি চৌধুরীর গ্রন্থে, উক্ত সংকলনদুটির কয়েকটি প্রবন্ধাংশে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কালের প্রতিমা', গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য' ও 'বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ' পুস্তকে তারাশংকরের আলো - চনায় তাঁর সাহিত্যের আঞ্চলিক রূপের বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে । সাহিত্যিক তারাশংকর ও তাঁর সৃষ্টিকে 'আঞ্চলিক' আখ্যাদানে সমালোচকদের মতানৈক্যও দেখা গেছে ।

আমাদের ধারণা, তারাশংকরের সাহিত্যে আঞ্চলিকতার উৎস ও স্বরূপ , প্রয়োগ ও সিদ্ধি যথাযথ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে । নির্বাচিত কিছু সংখ্যক উপন্যাসের আলোচনা-ক্রমে তাঁর শিল্পিচিত্তে এবং রচনায় রাঢ় অঞ্চল , বিশেষত বীরভূমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি লক্ষ্য করা যাবে । এই উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণার নামকরণ ও নিম্নরূপ পরিচ্ছেদ বিন্যাস করা হল ——

১। উপক্রমনিকা
২। আঞ্চলিক উপন্যাস ও আঞ্চলিক উপন্যাসিক
৩। তারাশংকরের উপন্যাসের প্রেক্ষাপট
৪। তারাশংকরের উপন্যাসে জনজীবন । ৫। জীবনদৃষ্টি ৬। শিল্পবিচার
৭। উপসংহার : মূল্যায়ন